সংবাদ

তারিখ 13 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৭

'শিক্ষক নিয়োগে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে'

প্রতিনিধি, দুর্গাপুর (নেত্রকোনা)

সংস্কৃতি বিষয়ক, মহিলা শিশু এবং প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, শিক্ষক নিয়োগে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আদিবাসীদের সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য সরকার যথেষ্ট সচেতন। আদিবাসী গারো, হাজং, কোচ, বানাই বাঙালিদের পাশাপাশি একসঙ্গে বসবাস করছে বলে তিনি প্রশংসা করেন। গত শনিবার নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বিরিশিরি উপজাতীয় কালচারাল একাডেমির দু'দিনব্যাপী বার্ষিক আদিবাসী সাংস্কৃতিক উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, সব জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সরকারের কর্মকাণ্ডে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আসার সময়য় শ্যামগঞ্জ বিরিশিরি সড়কের দুর্দশা দেখে এলাকার মানুষের যাতায়াতে দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করেন। নেত্রকোনার জেলা প্রশাসক মো. আয়াত উল্যা মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী রাজা দেবাশীষ রায়, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার চেয়ারম্যান সাবেক এমপি প্রমোদ মানখিন, আদিবাসী লেখক ও গবেষক সঞ্জিব দ্রং, নেত্রকোনা যৌথবাহিনীর প্রধান কর্নেল নকিব আহম্মেদ, নেত্রকোনার বিডিআর প্রধান আতিকুর রহমান প্রমুখ। স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন একাডেমির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক উত্তম কুমার রিছিল। রাজা দেবাশীষ রায় বলেন, আদিবাসীরা এলাকার সব শ্রেণীর লোকদের নিয়ে বসবাস করছে। তিনি আদিবাসী সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য সরকারের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসী ভাষা যুক্ত করার প্রস্তাব দেন। সঞ্জিব দ্রং বলেন, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে গারো হাজং, কোচ, বানাই সব জাতির দেশ এই বাংলাদেশ। পৃথিবীতে ৩৭ কোটি আদিবাসী বসবাস করে। গারোদের পাশাপাশি ছোট গোষ্ঠী হাজং, কোচ, বানাই এদেরও অধিকার দিতে হবে। তাই আদিবাসী সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। প্রমোদ মানখিন বলেন, এ দেশের আদিবাসীরা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন।